গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭শে এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

২৭ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ১০ই মে, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪তম বোর্ড সভা ২৭শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ বিকেল ৩.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এর সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/ কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - ''ক'' তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

১.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গত ১৮/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গত ১৮/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে সদস্যদের নিকট হতে কোনরুপ সংশোধনী প্রস্তাব/ মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

২.০। বিগত ১৮/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২৩তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

২.১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে ১৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ভবনটি স্থাপত্য, কারিগরি ও প্রকৌশলগত দিক থেকে উন্নত ও স্মার্ট/ পরিবেশ সম্মতভাবে গড়ে তোলার জন্য দেশের খ্যাতনামা স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ১ম সভা ১১/১১/২০১৫খ্রি. তারিখে এবং ২য় সভা ২২/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২য় সভায় সকলের মতামত ও সিদ্ধান্তের আলোকে মে, ২০১৬ মাসের মধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পুনর্গঠিত নকশা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুত সম্পাদনের জন্য একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি এ প্রস্তাব সমর্থন করে এ মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, সরকারের একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে সংযুক্তি প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত কর্মকর্তা গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের কার্যক্রম সমন্বয় করতে সক্ষম হবেন।

মহাপরিচালক সভায় আরও জানান যে, স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো তাদের অফিস চত্বরে অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য গত ০২/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ১২টি মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলে পরিকল্পনা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর তাদের চত্বরে স্টাফবাস রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছে এবং অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটির ভাড়া নবায়ন না করার জন্য বোর্ড হতে ০৭/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে র‌্যাব-২ বরাবরে পত্র দেয়া হলে র‌্যাব-২ তাঁদের মূল ভবন নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত সেন্টারটির ভাড়া নবায়ন করার অনুরোধ জানিয়ে ১৬/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে কল্যাণ বোর্ডে পত্র প্রেরণ করে। এর জবাবে বোর্ড হতে ২৯/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে সেন্টারটির ভাড়া নবায়ন করা যাবে না মর্মে জানিয়ে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে সেন্টারটি ছেড়ে দেয়ার জন্য তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলেও তিনি সভাকেঅবহিত করেন। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: *(১) প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবনের পুনর্গঠিত নকশা মে, ২০১৬ মাসের মধ্যে প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে তাগাদা দিয়ে পুনর্গঠিত নকশা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;*

(২) সরকারের একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে সংযুক্তি প্রদান করা হবে। উক্ত কর্মকর্তা গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।

(৩) স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;

(৪) শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটির ভাড়া নবায়ন না করে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে সেন্টারটি ছেড়ে দেয়ার জন্য র‍্যাব-২ এর নিকট পুনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হবে।

বাস্তবায়নে: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; এবং
(২) অতিরিক্ত সচিব (এপিডি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২.২। **বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।**

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বোর্ডের ২৩তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিউনিটি সেন্টার দুটি ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে দিয়ে নকশা তৈরির জন্য গত ২১/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি পত্র দেয় হয় এবং ২২/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। বোর্ডের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর ২৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, চাহিদা মোতাবেক নকশা প্রণয়ন করতে আরও সময়ের প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, স্থাপত্য অধিদপ্তর এর ওপর কাজের চাপ অত্যাধিক হওয়ায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের নিকট থেকে অনাপত্তি নিয়ে উক্ত নকশা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জানান যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে উক্ত নকশা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

মহাপরিচালক সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার/ মেরামতের জন্য ২,০১,০৬,৪৬০/- (দুই কোটি এক লাখ ছয় হাজার চারশত ষাট) টাকার অনুমোদিত প্রাক্কলন মোতাবেক পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের জন্য ২৮/০২/২০১৬ তারিখে উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীকে পত্র মারফত অনুরোধ করে হলে উপপরিচালক রাজশাহী জানিয়েছেন যে, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর সভাপতিত্বে সংস্কার বিষয়ে গঠিত কমিটির এক সভা ০৩/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রাক্কলন অনুযায়ী সকল সংস্কার কাজ যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় সে বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহীকে অনুরোধ জানানো হয়। সে অনুযায়ী গত ১৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহী, উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রাজশাহীকে জানিয়েছেন যে, অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী কমিউনিটি সেন্টারটির সংস্কার কাজের টেন্ডার কার্যক্রম চলছে।

সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অভিমত ব্যক্ত করেন করেন যে, কমিউনিটি সেন্টার/মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কাজের জন্য প্রাক্কলন হয়েছে, বরাদ্দও আছে সুতরাং দ্রুত দরপত্র আহবান করে সংস্কার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকার কথা নয়। এ জন্য কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে তদারকি করা প্রয়োজন। এছাড়া তিনি কমিউনিটি সেন্টার/মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কাজ এ অর্থবছরের মধ্যেই সম্পন্ন করা ও কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগকেও অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: (১) চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিউনিটি সেন্টার দুটি ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় ২৩ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত নকশা প্রণয়ন করতে হবে;

(২) স্থাপত্য অধিদপ্তর এর নিকট থেকে অনাপত্তি নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের নকশা প্রণয়ন করতে হবে। একইভাবে চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্যও চুয়েট/অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে নকশা প্রণয়ন করতে হবে;

(৩) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার/ মেরামতের জন্য ২,০১,০৬,৪৬০/- (দুই কোটি এক লাখ ছয় হাজার চারশত ষাট) টাকার অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী সংস্কার/ মেরামতের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে এবং এ বিষয়ে কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের পক্ষ থেকে তদারকি করতে হবে; এবং

(৪) কমিউনিটি সেন্টারগুলোর সংস্কার কাজ এ অর্থবছরের মধ্যেই সম্পন্ন করা ও কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

বাস্তবায়ন: (১) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ।
(৩) পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(৩) পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(৪) উপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম।

২.৩। সোনালী ব্যাংক ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কল্যাণ ভাতার কার্ড ভিত্তিক হিসাব রিকনসাইল করে সমন্বয় করা প্রসঙ্গে।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, গত ২৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), হিসাবরক্ষণ অফিসার (কল্যাণ তহবিল), সহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার (কল্যাণ তহবিল) সমন্বয় গঠিত একটি টিম ২৪/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় গমন করে এবং সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ডিএমডি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে একটি সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়সহ সাতটি বিভাগীয় কার্যালয়ের কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইলের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ঢাকা মহানগরীর জন্য সোনালী ব্যাংকের রমনা করপোরেট শাখাসহ সোনালী ব্যাংকের ৬টি বিভাগীয় করপোরেট শাখার মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থের সাথে কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইলের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত একটি পত্রে জানানো হয়েছে। ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত রিকনসাইল কাজটি অপেক্ষাকৃত জটিল বিধায় রিকনসাইল কার্যক্রম সম্পাদনে কিছুটা সময় প্রয়োজন হতে পারে মর্মে উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সভায় সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন রয়েছে। এটি শেষ করা দরকার। বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্মাগণের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে জানা প্রয়োজন যে রিকনসাইল এর বিষয়টি চূড়ান্ত করতে প্রকৃতপক্ষে কত সময় প্রয়োজন, কেননা অনির্দিষ্টকালের জন্য এটি চলতে পারে না।

সিদ্ধান্ত : (১) বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ২০০৬ সন থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল দ্রুত সম্পন্ন করবেন; এবং
(২) রিকনসাইল এর বিষয়টি চূড়ান্ত করতে প্রকৃতপক্ষে কত সময় প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানার প্রয়োজনে বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে দ্রুত একটি সভার আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়ন : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়(সকল)।

২.৪। মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য পূর্ত কাজে ৯৯,০১,৭৭৬ টাকা এবং বৈদ্যুতিক কাজে ১,১৩,৯৩,৪৫৫ টাকাসহ সর্বমোট ২,১২,৯৫,২৩১ টাকার অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ মোতাবেক সংস্কার কাজ চলছে। প্রসঙ্গক্রমে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী কমিউনিটি সেন্টারের পিছনে বর্ধিত অংশের দোতলায় একটি অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণের বিষয়টি প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও কাজ শুরুর পূর্বে মাটি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, উক্ত বর্ধিত অংশের ওপর দোতলায় অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণের জন্য ভবনটি উপযোগী নয়। এ কারণে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী মতামত প্রদান করেন যে, ভবনের পিছনের বর্ধিত অংশটি ভেঙ্গে ফেলে তদস্থলে দোতলায় ঘর নির্মাণের উপযোগী করে ভিত্তি তৈরি করতে হবে এবং নীচতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত নতুন করে গেঁথে দোতলায় অতিরিক্ত একটি ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া কমিউনিটি সেন্টারটির ভিতরের দেয়ালে টাইলস স্থাপন না করে কাঠের প্যানেল স্থাপন করা হলে নান্দনিক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। কমিউনিটি সেন্টারের পিছনে বর্ধিত অংশের ভিত্তিসহ দোতলায় অতিরিক্ত একটি কক্ষ নির্মাণ এবং কমিউনিটি সেন্টারটির ভিতরের দেয়ালে টাইলস স্থাপন না করে কাঠের প্যানেল স্থাপন করা হলে ব্যয় কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন। তবে এর ফলে মোট ব্যয় ২৩ বোর্ড সভায় অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৫% এর বেশি বৃদ্ধি পাবে না বলেও মহাপরিচালক জানান। সভাপতি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের ৫টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গত ৫ বছরে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা কে কী কাজ করছে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের কাজ সম্পর্কে জানার জন্য মাঝে মধ্যে গেট টুগেদারের আয়োজন করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। এর ফলে অন্যরা উৎসাহিত হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, কমিউনিটি সেন্টারগুলো বছরে কতদিন ভাড়া হয়,

কত টাকা ভাড়া পাওয়া যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে কী পরিমাণ ব্যয় হয় তার একটি তুলনামূলক ব্যয়বিবরণী তৈরি করে দেখতে হবে যে, এ থেকে কত টাকা আয়ব্যয় হচ্ছে। অতঃপর এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: (১) মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের পিছনে বর্ধিত অংশের ভিত্তিসহ দোতলায় অতিরিক্ত একটি কক্ষ নির্মাণ এবং কমিউনিটি সেন্টারটির ভিতরের দেয়ালে টাইলস এর পরিবর্তে কাঠের প্যানেল স্থাপনসহ অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট ব্যয়বৃদ্ধি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৫% এর মধ্যে সীমিত রেখে অবশিষ্ট সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে;

(২) বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে গত ৫ বছরে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা কে কী কাজ করছে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করে আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং

(৩) কমিউনিটি সেন্টারগুলো বছরে কতদিন ভাড়া হয়, কত টাকা ভাড়া পাওয়া যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে কী পরিমাণ ব্যয় হয় তার একটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরি করে আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন : পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৫। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি জায়গা বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, সরকারি কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের জেলাপ্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ২৭/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দাশড়া মৌজার আর. এস. ৩৫২ দাগের ১.৮৫ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), মানিকগঞ্জ সদরকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতে পারেন মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত : বিভাগীয় কমিশনারগণ সরকারি কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার(সকল);

২.৬। কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণ।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ ৫০/- টাকার স্থলে ১০০/- টাকা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ৪০/- টাকার স্থলে ৮০/- টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে ৩১/০১/২০১৬খ্রি. তারিখে অর্থবিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বিদ্যমান হার থেকে ৭০% বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থবিভাগ হতে যে মতামত ইতঃপূর্বে প্রদান করা হয়েছিল সে সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত/ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চেয়ে অর্থবিভাগ থেকে ২০/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয় থেকে এ পত্রের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত এ বিষয়ে জবাব প্রেরণ করার জন্য সভাপতি যুগ্ম সচিব (স ও ক)-কে নির্দেশ প্রদান করেন এবং একইসাথে সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়ে সত্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ (বিধি ১৮(১) ব্যাতিরেকে) সংশোধনীর বিষয়ে ২৩তম বোর্ড সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রস্তাবের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থবিভাগ থেকে ২০/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখে প্রেরিত পত্রের দ্রুত জবাব প্রেরণ করতে হবে;

(২) সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সত্বর সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে; এবং

(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ (বিধি ১৮(১) ব্যাতিরেকে) সংশোধনীর বিষয়ে ২৩তম বোর্ড

সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রস্তাবের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন: (১) অতিরিক্ত সচিব (বিধি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) যুগ্ম সচিব (স. ও ক.) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২.৭। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠন ও কমিটির কার্যপদ্ধতি অনুমোদন।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ বাছাই ও অনুদান মঞ্জুরির জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। একইসাথে ২২তম বোর্ড সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত উক্ত কমিটিসমূহের প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর সভাপতিত্বে ১৭/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনসমূহ দ্রুতনিস্পত্তির লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রাপ্ত আবেদনগুলোর প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্থায়ী মেডিকেল বোর্ডের সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য পত্র প্রেরণ করবে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আবেদনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণপূর্বক একটি সভা আহবান করবে। উক্ত সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী তালিকার নির্ধারিত ছকের প্রয়োজনীয় অংশপূরণ করে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উক্ত সভায় যোগদান করবে এবং একই দিন অনুদানের পরিমাণ ও রোগের নাম তালিকার সংশ্লিষ্ট কলামে অন্তর্ভুক্ত করে তার প্রিন্ট নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্থায়ী মেডিকেল বোর্ডের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করে তালিকা চূড়ান্ত করবে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড হতে তালিকা প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সভাপতিত্বে গঠিত অভ্যন্তরীণ একটি যাচাই-বাছাই কমিটি তালিকার ভুলত্রুটি (যেমন: কর্মচারী নিজ চিকিৎসার জন্য আবেদন করেছেন কিনা/ পূর্বে এ তহবিল থেকে সাহায্য পেয়েছেন কিনা, ইত্যাদি) সুষ্ঠুভাবে যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্তভাবে অর্থমঞ্জুরির সুপারিশ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করবে;
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উক্ত তালিকা অনুমোদন করবেন অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করে এক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন;
- গত ০১ মার্চ, ২০১১ খ্রি. তারিখে সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা অনুদানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে গঠিত "যাচাই-বাছাই ও পুনঃপরীক্ষা" কমিটির পরিবর্তে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সভাপতিত্বে নিম্নরূপ একটি অভ্যন্তরীণ যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়:

১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সভাপতি
২.	পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য
৩.	পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য
৪.	উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে কমিটিতে কো-অপট করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত: (১) সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ বাছাই ও অনুদান মঞ্জুরির জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন ও প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গত ১৭/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয়া হয় এবং তদানুযায়ী আবেদনসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।

(২) সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ বাছাই ও অনুদান মঞ্জুরির জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন ও প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি কার্যকরের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) যুগ্ম সচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২.৮। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্যের চেক EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ সংক্রান্ত।

২৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে EFT চালুকরার জন্য পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), হিসাবরক্ষণ অফিসার (কল্যাণ তহবিল), সহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার (কল্যাণ তহবিল) সমন্বয় গঠিত একটি টিম ২৪/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যলয় গমন করে এবং সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ডিএমডি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে একটি সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত আইটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। সোনালী ব্যাংক এর চাহিদা মতে একটি Data Format তৈরি করা হয়েছে এবং সে আলোকে কল্যাণ বোর্ডের সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় ফিল্ড সংযোজন করা হচ্ছে। সাধারণ চিকিৎসা অনুদান EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ কার্যক্রমটি মে, ২০১৬ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন।

তিনি আরো জানান যে, জনতা ব্যাংকের সাথেও যাগাযোগ করে Data Format নির্ধারণপূর্বক দাফন অনুদান এবং যৌথবীমার তালিকাসহ Advice Letter তৈরি করে জনতা ব্যাংকে প্রেরণ করে EFT এর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে শিক্ষাবৃত্তি ও সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

সিদ্ধান্ত: ***শিক্ষাবৃত্তি, সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদান সেবাগুলোর মঞ্জুরিকৃত অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব নম্বরে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।***

বাস্তবায়ন: ***মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।***

২.৯। মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টারের গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুকুলে প্রদানকৃত অর্থ ফেরত সংক্রান্ত।

মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে গ্যাস সংযোগ বাবদ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রদানকৃত ৬,০৫,০০০ টাকা ফেরত পাওয়া গেছে মহাপরিচালক বোর্ডকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত: ***মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে গ্যাস সংযোগ দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।***

বাস্তবায়ন: ***মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।***

২.১০। স্টাফবাস কর্মসূচির বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির অস্থায়ী ও অনিয়মিত জনবল সরাসরি নিয়োগের জন্য ইতঃপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাতিল করে বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগের জন্য অর্থবিভাগের জারিকৃত আউটসোর্স নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ২৪/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ২০/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে দরপত্র উম্মুক্ত করা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত: ***বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্থায়ী ও অনিয়মিত জনবল অর্থবিভাগ থেকে জারিকৃত আউটসোর্স নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিয়োগ দান করতে হবে।***

বাস্তবায়ন: ***মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।***

৩.০। সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হবার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদানের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৮(১) উপবিধিতে (১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংশোধিত) উল্লেখ আছে, 'কোন কর্মচারী অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের পূর্বে সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হইয়া পড়িলে, আইনগত ও আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিবের মাধ্যমে এবং উক্ত কর্মচারী

কোন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব হওয়ার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে আবেদন করিলে, আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাইবে'।

উপবিধি ১৮(২) এ বর্ণিত মতে উক্ত আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

উপবিধি ১৮(৩) উল্লেখ আছে, 'উপবিধি (২) এর অধীন আইনগত ও আর্থিক সহায়তার জন্য কোন কর্মচারী আবেদন করিলে উক্ত আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মামলা পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা প্রাদানের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটির সপারিশ অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাইবে'।

সভায় জানানো হয় যে, উপবিধি ১৮(২) মোতাবেক এ পর্যন্ত নির্ধারিত ফরমে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। তবে শিল্পমন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইঁয়া সাদা কাগজে একটি আবেদন করেছেন। কিন্তু উপবিধি ১৮(৩) মোতাবেক আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে অদ্যাবধি কোন কমিটি গঠন করা হয়নি। তাছাড়া কোন ধরনের মামলার ক্ষেত্রে এ সহায়তা প্রদান করা হবে তা বিধিতে সুস্পষ্ট করা হয়নি বিধায় এ বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন এবং একটি কমিটি গঠনসহ কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সভাপতি এ আর্থিক সহায়তার ফরমটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে এটিকে সহজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৮(১) উপবিধিতে (১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংশোধিত) বর্ণিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৮(৩) উপবিধি মোতাবেক নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

১.	*মহাপরিচালক, বাংলাদেশকর্মচারী কল্যাণ বোর্ড*	-	*সভাপতি*
২.	*যুগ্ম সচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়*	-	*সদস্য*
৩.	*পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড*	-	*সদস্য*
৪.	*পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড*	-	*সদস্য*
৫.	*উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড*	-	*সদস্য সচিব*

<u>কমিটির কার্যপরিধি:</u>

(ক) কোন কর্মচারী অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের পূর্বে সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হইয়া পড়িলে, আইনগত ও আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা;

(খ) মামলার প্রকৃতি,গুণাগুন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে আর্থিক সহায়তার সুপারিশ অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন; এবং

(গ) সভাপতি প্রয়োজন অনুসারে কমিটিতে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপট করতে পারবেন।

(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৮(১) উপবিধিতে (১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংশোধিত) বর্ণিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৮(২) উপবিধির বর্ণনা মতে নির্ধারিত ফরমটি সংশোধন করে সহজ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৪.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মিত ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকুরি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অন্যতম। যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের বা কর্মসূচির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল থাকে। আলোচ্য কর্মসূচি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চালু করা হয়নি। স্টাফবাস কর্মসূচিটি ৪০ বৎসরের অধিক পুরাতন কর্মসূচি হলেও কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে স্টাফবাসের জনবলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরিপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি (স্টাফবাস কর্মসূচিতে অনুমোদিত জনবল ১৬৩ জন এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুমোদিত জনবল ৪৭ জন) অনিয়মিত ও অস্থায়ী পদ স্থায়ীভাবে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে ০৬/০৮/২০১২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ১১/১২/২০১৩খ্রি. তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০১.০১.০০৮.

১৩-১০৮১নং স্মারকে স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অনুমোদিত পদ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিসহ কর্মরত কর্মচারীদের বোর্ডে ন্যস্ত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় অতঃপর ২৫/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি পদ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্থায়ী কর্মচারীগণ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৩০৭০/২০১৫ নং রিট মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে রিট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্থগিত থাকবে মর্মে ২২তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু রিট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, স্টাফবাস কর্মসূচির ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন যে, এতে সার্বিকভাবে স্টাফবাস কর্মসূচির ওপর এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি পদ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে যুগ্ম সচিব(স. ও ক.) কর্মচারী কর্তৃক হাইকোর্টে রিট মামলা দায়েরের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন যে আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়া প্রয়োজন। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়া প্রয়োজন হলে তা দ্রুত নিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তির ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত: ***বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অনিয়মিত ও অস্থায়ী পদ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।***

বাস্তবায়ন: ***যুগ্ম সচিব (স. ও ক.), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।***

৫.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বোর্ড সভায় অবহিতকরণ।

মহাপিরচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচিতে গাড়ীর সংখ্যা ৭৫টি। উক্ত গাড়ীর মধ্যে ১১টি গাড়ী অকেজো হিসেবে ঘোষিত হয়ে নিলামের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট ৬৪ টি গাড়ী বহরে আছে। উক্ত গাড়ীর মধ্যে ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহর ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ০৭ টি, অবশিষ্ট ৫৭ টি গাড়ী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কর্মচারী সেবার জন্য পরিচালিত হয়। ঢাকা শহরে চলাচলরত ৫৭ টি গাড়ী দিয়ে ৯১ টি রুট সামাল দেয়া মোটেই সম্ভব না হওয়ায় বিআরটিসি হতে ১৫টি গাড়ী ভাড়া নিয়ে রুটগুলো সচল রাখা হচ্ছে। বর্তমানে বিআরটিসি থেকে যে ১৫টি বাস ভাড়া করা হয়েছে তাতে ভাড়া বাবদ বছরে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে।

মহাপরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, ৭২ টি বাস নিয়ে ৯১ টি রুট সচল রাখার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকলেও বর্তমানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১০টি গাড়ী গ্যারেজে মেরামত/ সংস্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০/৪/২০১৬খ্রি. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গাড়ী অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সভায় উক্ত গাড়ীগুলোর বিষয়ে বিআরটিএ প্রতিনিধি এ মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত গাড়িগুলো মেরামত করা লাভজনক হবে না। কারিগরি পরিদর্শনের পর উক্ত ১০টি গাড়ী অকেজো ঘোষণা করা হলে ঢাকার বহরে নিজস্ব গাড়ীর সংখ্যা দাড়াবে ৪৭টি। উল্লেখ্য ৪৭টি গাড়ীর মধ্যে ৩৩টি গাড়ীর বয়স ২০ হতে ৩৫ বছর। ফলে এসকল পুরাতন গাড়ী প্রায়শই নষ্ট হয়ে যাত্রীসেবা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। ততক্ষণাৎ যাত্রী কর্মচারী/ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে তা সারানোর জন্য জোর তাগিদ আসে। বর্তমানে বহরের নিজস্ব গাড়ী ও বিআরটিসির ভাড়া করা গাড়ীর আসন সংখ্যা সর্বমোট ৩৮৪৪টি। যার বিপরীতে টিকেট ইস্যু করা হয়েছে প্রায় ৮,০০০। আরও অনেক আবেদন জমা পড়েছে কিন্তু ধারণক্ষমতার অভাবে নতুন টিকেট ইস্যু করা যাচ্ছে না।

মহাপরিচালক আরও জানান যে, অর্থবিভাগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর ১০ নং ক্রমিকের আইটেম (ক) সরকারি যানবাহন মেরামতের ক্ষেত্রে সংযুক্ত দপ্তর প্রধানের (এক্ষেত্রে মহাপরিচালকের) অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা অনূর্ধ্ব ৭৫,০০০ (পচাঁত্তর হাজার) টাকা উল্লেখ আছে। কর্মসূচির শুরু থেকেই গাড়ী প্রতি ব্যয়ের এ সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়া যত দিন যাচ্ছে বাসগুলো তত জরাজীর্ণ হচ্ছে ফলে গাড়ী গুলো সচল রাখতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে গাড়ীপ্রতি বছরে ২-৩ লাখ টাকা মেরামত খাতে ব্যয় হচ্ছে। ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও যাত্রীভাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ বৃদ্ধি করা হয়নি। বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করার বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার বরিশাল, সিলেট, খুলনা তাঁদের বিভাগে চালু জরাজীর্ণ স্টাফবাসগুলো অকেজো ঘোষণা করে নতুনবাস প্রতিস্থাপনের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জরাজীর্ণ স্টাফবাসগুলো অকেজো ঘোষণা করে স্টাফবাসগুলো পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সভায় সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তবে যাত্রীভাড়ার বৃদ্ধির বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে পরবর্তীকালে বিবেচনা করা যাবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত : (১) আগামী অর্থবছরে অন্তত ২৫টি নতুন বাস ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হবে; এবং

(২) নতুন গাড়ী প্রতিস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে বিআরটিসি হতে আরও গাড়ী ভাড়া নেয়া হবে। বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে চালু জরাজীর্ণ স্টাফবাসগুলো অকেজো ঘোষণা করে বিআরটিসি হতে গাড়ী ভাড়া নিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা হবে।

বাস্তবায়ন : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৬.০। বিবিধ-১ বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৯ম গ্রেডের (১ম শ্রেণি) পদে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহাপরিচালক-কে ক্ষমতা অর্পণ এবং এ নিয়োগের লক্ষ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত বাছাই কমিটি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন।

মহাপিরচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ প্রবিধি ২(১০) অনুযায়ী ৯ম গ্রেড (১ম শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর চেয়ারম্যান কর্তৃক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫ ধারার ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালককে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নথির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন।

অতঃপর ৯ম গ্রেডে (১ম শ্রেণি) কর্মকর্তা নিয়োগ, পদোন্নতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত নিম্নরূপ একটি বাছাই কমিটি অনুমোদন করেছেন:

(০১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশকর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সভাপতি
(০২)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(০৩)	অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(০৪)	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(০৫)	বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(০৬)	পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ অনুযায়ী বোর্ডের ৯ম গ্রেডে (১ম শ্রেণি) সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগ/ পদোন্নতি, ইত্যাদি প্রদানের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(২) সভাপতি প্রয়োজন অনুসারে কমিটিতে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপট করতে পারবেন।

বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক ৯ম গ্রেডের (১ম শ্রেণি) পদে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহাপরিচালক-কে ক্ষমতা অর্পণ এবং এ নিয়োগের লক্ষ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত বাছাই কমিটি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের সাতটি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ/ পদায়নের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি এ সময়ে শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য একইদিনে অথবা লিখিত পরীক্ষার সাথেসাথেই মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে দ্রুত জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: (১) বোর্ডের ৯ম গ্রেডের (১ম শ্রেণি) পদে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহাপরিচালক-কে ক্ষমতা অর্পণ এবং এ নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত বাছাই কমিটি গঠন ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়; এবং

(২) বিভাগীয় কার্যালয় সিলেটসহ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৭.০। বিবিধ-২ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য স্থায়ী ক্যালেন্ডার অনুমোদন।

মহাপিরচালক সবশেষে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য প্রতি বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রতি বছর দেখা যায় যে, ঢাকা মহানগরী ও ৭ টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত লেগে যায়। সেজন্য প্রতি বছরের শেষে ২১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারী এর মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে ঢাকা মহানগরী ও ৭ টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে সকলে মহাপরিচালকের অভিমতের সাথে

ঐকমত্য প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মহাপরিচালক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের মতো বিভাগীয় কার্যালয়ে কল্যাণ তহবিলের সাধারণ চিকিৎসা তহবিল থেকে অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রতিমাসে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সভা করে অনুদান মঞ্জুরের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাপরিচালকের এ প্রস্তাবের সাথে বিভাগীয় কমিশনারগণ একমত হন।পরিশেষে এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত : (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রতি বছর ২১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারী এর মধ্যে ঢাকা মহানগরী ও ৭ টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে; এবং

(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের মতো বিভাগীয় কার্যালয়ে কল্যাণ তহবিলের সাধারণ চিকিৎসা তহবিল থেকে অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রতিমাসে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সভা করে অনুদান মঞ্জুর করতে হবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।